FEB
তারিখ 12·3·JAN 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

প্রথম আলো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে যাচ্ছেতাই অবস্থা

মোশতাক আহমেদ, রাজশাহী থেকে ফিরে ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি আইন ও বিচার বিভাগে ছয়জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন প্রার্থী নিয়োগের সময় স্নাতকোত্তরের মৌখিক পরীক্ষা শেষ করেননি। যোগ্যতা হিসেবে স্নাতক পরীক্ষায়ও ওই প্রার্থীর প্রথম শ্রেণী ছিল না। কিন্তু তিনি নিয়োগ পেয়েছেন।

শিক্ষকেরা বলছেন, আইন অনুযায়ী কোনো প্রার্থীর পরীক্ষার সনদ ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ ছাড়া আবেদন করারই নিয়ম নেই। অভিযোগ উঠেছে, ওই প্রার্থী এক প্রভাবশালী শিক্ষিকার আত্মীয় হওয়ায় আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে দেড় শ শিক্ষক অতিরিক্ত নিয়োগ!

উপাচার্য এম আবদুস সোবহানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান প্রশাসনের আমলে চার বছরে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে এ ধরনের অনেক অনিয়ম হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ২০০ পদের বিজ্ঞাপন দিয়ে ৩৫০ (দু-একজন কমবেশি হতে পারে) শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে অতিরিক্ত ১৫০ জন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। কোনো কোনো বিভাগে বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে তিন গুণ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রয়োজন মনে করলে প্রশাসন কোনো বিভাগে বিজ্ঞাপনের বাইরে বড়জোর একজন শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারে। এর বাইরে নিয়োগ দেওয়া প্রত্যাশিত নয়। এর ফলে বাজেটে সমস্যা হলে তা দিতে ইউজিসি প্রস্তুত নয়।'

শিক্ষকেরা অভিযোগ করেছেন, ঢালাওভাবে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক লেনদেন হয়েছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায়ও তৃতীয় শ্রেণীর ১৪৫টি পদের বিপরীতে ১৮৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই দিন বাংলা বিভাগের ছয়টি প্রভাষক পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১০ জনকে।

বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের ঘটনা ঘটে। ওই সময় এক দিনে ৫৪৪ কর্মচারী নিয়োগের ঘটনা কেলেঙ্কারি পর্যায়ে পৌঁছায়।

১২, ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে গিয়ে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে নিয়োগে অনিয়মের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় প্রগতিশীল শিক্ষকেরাই দুই উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগ-সমর্থক শিক্ষকদের নামে প্রকাশিত একটি অভিযোগপত্রে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। প্যানেল নির্বাচন ছাড়াই ২৪ ফেব্রুয়ারি চার বছরের মেয়াদ শেষ করবেন বর্তমান উপাচার্য।

এসব বিষয়ে উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে বারবারই তিনি এড়িয়ে যান। ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে গেলে বলা হয়, তিনি নেই। পরে মুঠোফোনে চেষ্টা করা হলে কখনো পরিচয় জানার পর সংযোগ কেটে দেন, আবার কখনো ধরেননি। এর পরের দিন *প্রথম আলোর*

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে যাচ্ছেতাই অবস্থা

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাজশাহী অফিসের নম্বর থেকে ফোনে পরিচয় দিয়ে বিষয়বস্তু বলার পর উপাচার্য ব্যস্ততা দেখিয়ে বলেন, 'এখন এ বিষয়ে কথা বলা যাবে না।'

নিয়োগে যত ঘটনা: উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার বছর ২০০৯ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ৪২৭তম সিন্ডিকেট সভায় নয়টি বিভাগে ২৫টি পদের বিপরীতে ৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগে পাঁচটি পদের বিপরীতে আটজন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে দুটির বিপরীতে ছয়জন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে চারটির বিপরীতে সাতজন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে তিনটির বিপরীতে নয়জন, ফোকলোর বিভাগে চারটির বিপরীতে পাঁচজন, চারুকলা বিভাগে তিনটির বিপরীতে চারজন এবং ইতিহাস বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে পাঁচজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এসব নিয়োগের বেলায় তুলনামূলক কম যোগ্য ও দলীয় পছন্দের প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রশাসনের স্বজনপ্রীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সুবিধামতো নীতিমালা তৈরি করে সমাজবিজ্ঞান থেকে পাস করা সহ-উপাচার্যের ছেলেকে চাকরি দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টারের প্রোগ্রামার পদে।

২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ১০টি বিভাগে বিজ্ঞাপিত ৪৩টি পদের বিপরীতে ৭৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে পাঁচটি পদের বিপরীতে ১২ জন নিয়োগ দেওয়া হয়। এই বিভাগে আবেদনকারীদের মধ্যে একাডেমিক যোগ্যতায় নিচের অবস্থানে থাকা দুই প্রার্থীকেও নিয়োগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে একাডেমিক যোগ্যতায় এগিয়ে থাকা চারজনকে বাদ দেওয়া হয়।

ওই সময় ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে ছয়জন, অর্থনীতি বিভাগে ছয়টির বিপরীতে নয়জন, ফার্মেসিতে পাঁচটির বিপরীতে নয়জন, নৃবিজ্ঞান বিভাগে তিনটি পদের বিপরীতে নয়জন, দর্শন বিভাগে চারটি পদের বিপরীতে সাতজন, লোকপ্রশাসন বিভাগে পাঁচটি পদের বিপরীতে আটজন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে চারটি পদের বিপরীতে ছয়জনসহ বিভিন্ন বিভাগে দ্বিগুণ বা এর চেয়ে বেশি শিক্ষক নিয়োগ নেওয়া হয়।

৪২৯তম সিন্ডিকেট সভায় সাতটি বিভাগে বিজ্ঞাপিত ২৫টি পদের বিপরীতে ৫৩ জন, ৪৩০তম সিন্ডিকেট সভায় দুটি বিভাগে বিজ্ঞাপিত নয়টি পদের বিপরীতে ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৪৩১তম বৈঠকে মার্কেটিং বিভাগের বিজ্ঞাপিত পাঁচটি পদের বিপরীতে আট শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই বিভাগের পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বিভাগের তালিকায় প্রথম থেকে ষষ্ঠ স্থান অধিকারী মেধাবীদের বাদ দিয়ে তুলনামূলক কম যোগ্য পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ফার্মেসি বিভাগে পাঁচটি পদের বিপরীতে নয়জনকে নিয়োগ দেওয়ার সময় আবেদনপত্র জমা পড়ে ১৪টি। এর মধ্যে ১১তম অবস্থানে থাকা একজনকেও নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সময় ছাত্রলীগের এক নেতাও নিয়োগ পান, যাঁর ডিগ্রির মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। অন্যদিকে একাডেমিক যোগ্যতায় শিক্ষাজীবনের চারটিতে প্রথম বিভাগসহ অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম স্থানধারী এক নারী প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়।

ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী এক নারী প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অন্য বিভাগের প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হয়; যাঁদের যোগ্যতা ওই নারী প্রার্থীর চেয়েও কম। অভিযোগ আছে, ওই নারী প্রার্থীর বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপিপন্থী শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়।

রসায়ন বিভাগে বিজ্ঞাপিত পাঁচটি পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় ১১ জনকে। শিক্ষাজীবনে (এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর) চারটিতে প্রথম শ্রেণী থাকা তিন প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়। অথচ তাঁদের চেয়ে শিক্ষাগত কম যোগ্য প্রার্থীদেরও নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলিত গণিত বিভাগে অনিয়মের অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

সম্প্রতি ফিশারিজ বিভাগে তিনজনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিভাগের পরিকল্পনা বিভাগের মতামত ছাড়াই। গত ৪ জানুয়ারি হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে বিজ্ঞাপিত ছয়টি পদের বিপরীতে ১০ জন, আরবি বিভাগে বিজ্ঞাপিত চারটি পদের বিপরীতে সাতজন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে চারটি পদের বিপরীতে পাঁচজন এবং ফোকলোর বিভাগে তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

(প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা**)